উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

JAL

২৯ ফাল্গুন ১৪২৪ বুধবার ৪.০০ টাকা 14 March 2018 Wednesday 16 Pages Rs. 4.00 ইনটারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

শান্তি দাও, উন্নয়ন দেব

দার্জিলিং নিয়ে দিল্লির বিরুদ্ধে তোপ মমতার

দার্জিলিং, ১৩ মার্চ ঃ পাহাড়ে গোলমালের ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'পাহাড়কে অশান্ত করতে, দার্জিলিংকে টুকরো করতে কাউকে কাউকে মদত দিচ্ছে দিল্লি। কিন্তু পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থেই এখানকার মানুষকে শান্তি বজায় রাখতে হবে।' পাহাড়ের উন্নয়নের স্বার্থে সেখানে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ হলেও মুখ্যমন্ত্রী জানেন সেখানকার বর্তমান পরিস্থিতিতে রাজনীতির আলোচনাকে দূরে সরিয়ে রাখা যায় না। এমনকি

মঙ্গলবার দার্জিলিংয়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে শিল্পপতিদের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় তামাং। –সংবাদচিত্র

পাহাড়ের একসময়কার অবিসংবাদী নেতা দীর্ঘদিন প্রকাশ্য রাজনীতির আড়ালে চলে গেলেও তাঁকে এখনই পুরোপুরি উপেক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। অতএব মুখ্যমন্ত্রীর সামনে এখন দুটি অগ্রাধিকার। এক, উন্নয়নের গতি বাড়িয়ে পাহাড়ের সাধারণ মানুষের মন জয় করা এবং দুই, তার মাধ্যমে পাহাড়ের সমাজ ও রাজনীতি থেকে বিমল গুরুংকে বিচ্ছিন্ন করা। ফলে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চ থেকেও মুখ্যমন্ত্রীকে বিমল গুরুংকে আক্রমণ করে যেতে হয়েছে।

গত ছয় বছর রাজ্যে প্রশাসনিক প্রধানের পদে থেকে বারবারই পাহাড়ে এসে অশান্তির বিরুদ্ধে জোর সওয়াল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কখনও বলেছেন, পাহাড়কে টুকরো করতে দেব না, আবার কখনও বলেছেন, পাহাড় বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই থাকবে। মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরেও বিমল গুরুংরা পাহাড়কে অশান্ত করেছেন। গোর্খাল্যান্ডের ফানুস উড়িয়ে পাহাড়ের মানুষের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা যেমন করেছেন, তেমনই মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বারবার পাহাড়ে আগুন জ্বালিয়েছেন। গত বছরের জুন মাস থেকে টানা প্রায় সাড়ে তিন মাস পাহাড়ে বন্ধ হয়েছে, পুড়েছে বহু সরকারি-বেসরকারি সম্পত্তি, মৃত্যু হয়েছে অনেকের। কিন্তু এখনও বিমল গুরুংদের অশান্তি তৈরির একটা চোরাস্রোত রয়েছে পাহাড়ে। বর্তমানে পাহাড় স্বাভাবিক ছন্দে ফিরেছে ঠিকই, কিন্তু কোথাও যেন একটা অশান্তির আবহও জিইয়ে রয়েছে। বিমল গুরুং যে এখনও পাহাড়ে এসে ঝামেলা পাকানোর সুযোগ নিতে পারেন সেই

এরপর নয়ের পাতায়

ক্ষুদ্র চা চাষিদের জন্য নতুন বিমা, আজ কলকাতায় বৈঠক

পূর্ণেন্দু সরকার ● জলপাইগুড়ি

১৩ মার্চ ঃ বড়ো চা বাগানের শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি বাবদ র‍্যাশন ভাতা রাজ্য সরকার বাড়ানোর পর রাজ্যের ছোটো চা বাগানের কাঁচা চা পাতার দামের সমস্যা মেটাতে ভারতীয় চা পর্ষদ ক্ষুদ্র চা চাষিদের পাশে দাঁড়াল। কেন্দ্র, রাজ্য এবং ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকদের নিয়ে পাইলট 'রেভিনিউ ইনশিয়োরেন্স স্কিম অন প্ল্যান্টেশন ক্রপস' (আরআইএসপিসি) চালু হতে চলেছে। এই নতুন প্রকল্প নিয়ে বুধবার কলকাতায় জরুরি বৈঠক ডেকেছে চা পর্ষদ। তাঁদের বহুদিনের দাবি বাস্তবায়িত হওয়ায় আশায় উত্তরবঙ্গ তথা রাজ্যের ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকরা।

ভারতীয় চা পর্ষদের কলকাতা অফিসের অধিকর্তা (চা উন্নয়ন) এস সুন্দররাজন জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র চা বাগানের বিভিন্ন সংগঠন থেকে কাঁচা চা পাতার সঠিক দাম মিলছে না এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে চা চাষের ক্ষতি হচ্ছে বলে বারবার জানানো হচ্ছিল। ক্ষুদ্র চা চাষিদের এই লোকসানের সুরাহার আবেদন আগেই জানিয়েছিল সংগঠনগুলি। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় চা পর্ষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং কাঁচা চা পাতার কেজি প্রতি দামের ওঠাপড়ায় যাতে ক্ষুদ্র চা চাষিরা ক্ষতিগ্রস্ত না হন তার জন্য আরআইএসপিসি নামে নতুন ফসল বিমা যোজনা আনা হবে। বিমার প্রিমিয়াম কেন্দ্র দেবে ৫০ শতাংশ। বাকি ৫০ শতাংশের মধ্যে রাজ্য সরকার ও ক্ষুদ্র চা বাগান মালিকরা ২৫ শতাংশ করে দেবেন। এই বিষয়ে উত্তরবঙ্গের সমস্ত ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক সংগঠনকে বুধবার কলকাতায় জরুরি বৈঠক করতে ডাকা হয়েছে।

কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, 'চা পর্ষদের এই উদ্যোগে আমরা খুশি। চা পর্ষদ কেজি প্রতি কাঁচা চা পাতার দামের বেঞ্চমার্ক নির্দিষ্ট করে দিলেও কেজি প্রতি পাতার দাম কখনও ৮ টাকা, কখনওবা ১১ কী ১৪ টাকা নিতে হয়েছে। ফলে উৎপাদন খরচ পোষানো যাচ্ছে না, লাভ তো দূরের কথা। তার উপর আবহাওয়ার পরিবর্তন, শিলাবৃষ্টি, বন্যা, প্রচণ্ড গরম এমন নানা কারণে চাষের ক্ষতি হচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য একাধিকবার চা পর্ষদে তদ্‌বির করেছি। এখন আশার আলো দেখছি।'

কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রকের তথ্য থেকেই জানা যাচ্ছে, গত তিনটি আর্থিক বছরে দেশে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির দেশের মোট চাষের উৎপাদনে অংশীদারিত্ব বেড়ে চলছে। সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির চায়ের উৎপাদনও বেড়ে চলেছে। যেমন ২০১৪-১৫ আর্থিক বছরে দেশের মোট ১১৯৭.১৮ মিলিয়ন কেজি চা উৎপাদনের মধ্যে ক্ষুদ্র চায়ের বাগানগুলির অবদান ছিল ৩২.৯৫ শতাংশ। ২০১৫-১৬ বছরে দেশে মোট চা উৎপাদন হয়েছিল ১২৩৩.১৪ মিলিয়ন কেজি, যার মধ্যে ক্ষুদ্র চা বাগানগুলির অবদান ছিল ৩৩.৮৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ আর্থিক বছরে দেশের মোট চায়ের উৎপাদন ছিল ১২৫০.৪৯ মিলিয়ন কেজি, যার মধ্যে ক্ষুদ্র চা বাগানের অবদান ছিল মোট চা উৎপাদনের ৪৪.০১ শতাংশ। ২০১৭-১৮ (এপ্রিল পর্যন্ত)-তে দেশে মোট উৎপাদিত ১২০৭.০৭ মিলিয়ন কেজির মধ্যে ক্ষুদ্র বাগানের এখনও পর্যন্ত অবদান দাঁড়িয়েছে ৪৬.৮৩ শতাংশ। এই পরিস্থিতিতে দেশের ক্ষুদ্র

এরপর নয়ের পাতায়

শিশু পাচারের ঘটনায় জেরা বিজয়বর্গীয়কে

ইন্দোর, ১৩ মার্চ ঃ হোম থেকে শিশু পাচারের ঘটনার তদন্তে বিজেপি নেতা কৈলাস বিজয়বর্গীয়কে জেরা করল পশ্চিমবঙ্গের সিআইডি। পুলিশ সূত্রে খবর, সিআইডির একটি দল ইন্দোরে গিয়ে সোমবার শিশু পাচারের ঘটনা নিয়ে কৈলাসকে জেরা করে। তবে জেরার জবাবে কৈলাস কী বলেছেন তা নিয়ে পুলিশ সরকারিভাবে কিছু জানাতে চায় না। এর আগে সিআইডি শিশু পাচারের ঘটনায় কৈলাসকে জেরা করতে চাইলে ইন্দোর হাইকোর্ট বলেছিল, জেরার প্রয়োজন হলে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশকে ইন্দোর পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। তারাই জেরার ব্যবস্থা করবে। এই পরিস্থিতিতে আদালতের নির্দেশ নিয়ে কৈলাসকে জেরা করতে সিআইডির অসুবিধা হয়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, জেরায় কৈলাস বলেছেন, তিনি জুহি চৌধুরিকে চেনেন না। হোমের লাইসেন্স পাইয়ে দেওয়ার জন্য তিনি কাউকে ফোন করেননি, কোনো সুপারিশও করেননি। পুলিশকে তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের শাসকদল রাজনৈতিক প্রতিহিংসা মেটাতে শিশু পাচারের মামলায় তাঁর নাম জড়াচ্ছে। বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেস যত দুর্বল হচ্ছে ততই আতঙ্কে বিজেপি নেতাদের বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর চেষ্টা করছে। ২০১৫ সালের আগস্টে চন্দনা চক্রবর্তীর হোমে শিশুদের দত্তক দেওয়ার প্রক্রিয়ায় নানা অনিয়মের ঘটনা নজরে আসার পর রাজ্যজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়। জলপাইগুড়ি সিডব্লিউসির সদস্যরা এ ব্যাপারে রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে অভিযোগ জানান। এরপর ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিআইডি-কে ওই ঘটনার তদন্তের দায়িত্ব দেওয়া হয়। একমাস পরেই পুলিশ চন্দনা চক্রবর্তীকে গ্রেফতার করে। তারপর বিজেপি নেত্রী জুহি চৌধুরি সহ আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়। সিআইডি আদালতে যে চার্জশিট পেশ করেছিল তাতে কৈলাসের পাশাপাশি বিজেপির সাংসদ রূপা গঙ্গোপাধ্যায়েরও নাম ছিল। সিআইডি ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে রূপার সঙ্গে কথা বলেছে ত্বত্ত্বএবং রূপা যথারীতি সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

১৬ চিকিৎসক পাচ্ছে জলপাইগুড়ি

দিব্যেন্দু সিনহা ● জলপাইগুড়ি

১৩ মার্চ ঃ এ মাসেই ১৬ জন চিকিৎসক আর ৭৬ জন প্রশিক্ষিত নার্স পাচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। ইতিমধ্যে নার্সদের কাজে যোগদানের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসক এবং নার্সের সংখ্যা পর্যাপ্ত না থাকায় পরিসেবা নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। এবার সেই সংকট কিছুটা হলেও মিটতে চলেছে বলে মনে করছেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে, জেলা হাসপাতাল, সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল এবং মালবাজার হাসপাতাল ছাড়াও ২৫টি ব্লক হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেবার জন্য মোট ১০৫ জন চিকিৎসক প্রয়োজন। সেখানে এই মুহূর্তে চিকিৎসক আছেন ৭৪ জন। বর্তমানে জেলায় ৩১ জন চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। এ কারণে পরিসেবা স্বাভাবিক রাখতে চুক্তি ভিত্তিতে ছয়জন চিকিৎসক নেওয়া হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিসেবা দেবার জন্য ১৮টি বিভাগ আছে। প্রতিটি বিভাগে দুই-তিনজন চিকিৎসক থাকার কথা। কিন্তু চিকিৎসক কম থাকায় মাত্র ১১টি বিভাগে পরিসেবা দেওয়া হচ্ছে, বাকি সাতটি বিভাগ চিকিৎসকের অভাবে চালু করা যাচ্ছে না। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, ১৬ জন চিকিৎসক আসছেন চলতি মাসেই। এঁদের সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ছাড়াও মালবাজার, মৌলানি, মেটেলির মতো একাধিক ব্লক হাসপাতালগুলিতে পাঠানো হবে। আর যে ৭৬ জন প্রশিক্ষিত নার্স আসছেন তার মধ্যে ২৭ জনকে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে রাখা হবে, মালবাজার হাসপাতালে ছয়জন নার্সকে পাঠানো হবে। বাকি ৪৩ জনকে বিভিন্ন ব্লক হাসপাতালে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক জগন্নাথ সরকারও জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যভবন থেকে চিকিৎসক দেওয়া হচ্ছে। তবে ঠিক কতজন চিকিৎসক দেওয়া হবে সেই সংখ্যা এখনই বলা যাবে না।

পাহাড়ের সম্মেলনে আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

রণজিৎ ঘোষ ● দার্জিলিং

১৩ মার্চ ঃ ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন, 'গিভ মি ব্লাড, আই উইল গিভ ইউ ফ্রিডম'। আর মঙ্গলবার পাহাড়ে শিল্প সম্মেলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'গিভ মি পিস, আই উইল গিভ ইউ প্রসপারিটি'। অর্থাৎ 'তোমরা আমাকে শান্তি দাও, আমি তোমাদের উন্নয়ন দেব'। পাহাড়ে লাগাতার অশান্তিই যে এখানে শিল্পের মূল অন্তরায় তা এদিন বারবার উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'দার্জিলিংয়ে বহুমুখী শিল্পের সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু এভাবে মাঝে মাঝে অশান্তি, বন্‌ধ হলে শিল্পপতিরা এখানে আসতে চাইবেন না।' পাহাড়ে শিল্পে আগ্রহীদের রাজ্য সরকার সবরকমের সহযোগিতা দিতে প্রস্তুত, সে কথাও বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি এখানকার শিল্পের পরিকাঠামো গড়ে তুলতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প বরাদ্দের কথাও বলেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। শিল্প সম্মেলনের উদ্‌বোধনী ভাষণে শিল্পপতিরাও আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তি ফেরানোর কথা বলেছেন। তাৎপর্যপূর্ণভাবে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চেয়ারম্যান এদিন দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য এলাকাকে 'ধর্মঘটমুক্ত' এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছেন। রাজনৈতিক মহল বলছে, বিনয়কে দিয়ে পাহাড়কে 'ধর্মঘটমুক্ত' বলে স্বীকারোক্তি করিয়ে নেওয়াটা আসলে মুখ্যমন্ত্রীরই সাফল্য।

মঙ্গলবার থেকে দার্জিলিংয়ের ম্যালে দুদিনব্যাপী হিল বিজনেস সামিট শুরু হয়েছে। এদিন উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চে শিল্পপতিদের মুখে স্বাভাবিকভাবেই পাহাড়ে গত কয়েক বছর ধরে লাগাতার অশান্তির কথাই উঠে আসে। শিল্পপতি হর্ষ নেওটিয়া বলেন, শিল্প স্থাপনের জন্য পাহাড় সবসময়ই আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় জায়গা। কিন্তু এখানে গত কয়েক বছর ধরে যে অশান্তি চলছে তা বন্ধ না হলে শিল্প স্থাপন করা সম্ভব নয়। তবুও এরই মধ্যে তাঁরা ঘুম এবং মকাইবাড়িতে দুটি হসপিটালিটি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই দুটি প্রকল্পেই প্রথম পর্যায়ে ১৫০ কোটি টাকা করে মোট ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরও বিনিয়োগের ইচ্ছা রয়েছে। আমরা চাই হিংসা নয়, পাহাড়ের মানুষ শিল্প গড়তে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক।'

শিল্পপতি ধ্রুব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'শান্তি না ফিরলে পাহাড়ের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবে না।' ক্যাভেন্টার্স এগ্রো লিমিটেডের চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর মায়াঙ্ক জালান, কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রিজের (সিআইআই) ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় সহ অন্য শিল্পপতিরাও বিনিয়োগের আগে পাহাড়ে স্থায়ী শান্তির পক্ষেই সওয়াল করেছেন। জিটিএ চেয়ারম্যান বিনয় তামাং বলেন, 'পাহাড়ে শিল্পপতিদের সবরকম সহযোগিতা করা হবে। আমরা পাহাড়কে ধর্মঘটমুক্ত অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করছি।' স্থায়ী শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে আশ্বস্ত করে বিনয় বলেন, 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস, জিটিএ মিনস গ্রোথ।'

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ১৭ মিনিটের বক্তব্যে বারবারই পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে রাজ্য সরকার যে কতটা আগ্রহী তা বোঝাতে চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আগে কখনও পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়ে কেউ ভাবেনি। কিন্তু গত পাঁচ-ছয় বছরে আমরা এখানকার উন্নয়নে জোর দিয়েছি। পাহাড়ের ভাই-বোনের রোজগারের ব্যবস্থা, এখানকার মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে যথেষ্ট কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু শিল্প না হলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে না। তাই জিটিএ-র দাবিমতো আমরা এখানে প্রথমবার শিল্প সম্মেলন করছি। পাহাড়ে তথ্যপ্রযুক্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, উদ্যানপালন, ডেয়ারি সহ নানা প্রকল্প হতে পারে। কিন্তু সবার আগে স্থায়ীভাবে শান্তি ফেরাতে হবে। অশান্তি দেখলে শিল্পপতিরা আসতে চাইবেন না। তাই জিটিএ সহ যাঁরা পাহাড়ে রয়েছেন, এখানকার জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে সকলকেই পাকাপাকিভাবে শান্তি ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হতে হবে। দুদিন পরপরই বন্‌ধ, অবরোধ, আগুন জ্বালানোর ঘটনা বন্ধ করতে হবে। গত বছরের আন্দোলনে পাহাড়ে যে শুধুমাত্র চা শিল্পেই

এরপর নয়ের পাতায়

বিকট আওয়াজ

বিকট আওয়াজের জন্য MRI করাচ্ছিলাম না। কিন্তু ডিসানে সাউন্ডলেস MRI এর কথা জানতে পেরে সকালে এসে MRI টা করিয়ে নিলাম। সত্যিই খুব অল্প আওয়াজ্। নিউরো ডাক্তারকে প্লেট্ আর রিপোর্ট দেখিয়ে সেইদিনই বাড়ি ফিরলাম। চিকিৎসার দরকার হলেই এর পর থেকে ডিসানেই যাব।

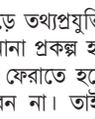

সুষমা ইয়ানজন-কার্শিয়াং

DESUN HOSPITAL SILIGURI
OPD BOOKING
90736 92687
96740 19660
নর্থবেঙ্গল মেডিকেল কলেজের পাশে

'সামি থ্রেট দিচ্ছে', মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ চাইলেন হাসিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৩ মার্চ ঃ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। জীবনের চূড়ান্ত খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। তবে লড়াই থেকে সরে আসার যাবতীয় সম্ভাবনার কথা আজ উড়িয়ে দিয়ে ভারতীয় দলের পেসার মহম্মদ সামির বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী ফের সরব হয়েছেন। রাতের দিকে সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছেন। সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার পেসারের বিরুদ্ধে নয়া অভিযোগও এনেছেন হাসিন জাহান। জানিয়েছেন, সামি তাঁর ক্রিকেট কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য থ্রেট বা হুমকি দিচ্ছেন তাঁকে।

শেষ দুই দিনে উত্তরপ্রদেশ থেকে কলকাতায় হাজির হওয়া সামির পরিবারের চার প্রতিনিধি বার দুয়েক বৈঠক করেছেন হাসিন জাহান ও তাঁর আইনজীবীর সঙ্গে। গতকাল সকালে সেই বৈঠক ভেস্তে যাওয়ার পর রাতের দিকের গোপন বৈঠকও ভেস্তে

মঙ্গলবার কলকাতায় দেবাশিস মণ্ডলের তোলা ছবি

গিয়েছে বলে খবর। যার পর সামি-হাসিনের সম্পর্কের তিক্ততা আরও বেড়েছে। আজ রাতের দিকের সাংবাদিক সম্মেলনে সেই তিক্ততা নিয়েই হাসিন জাহান ঘোষণা করে দিয়েছেন, সামির সঙ্গে সমঝোতার কোনো প্রশ্নই নেই। তিনি এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়তে চান। উত্তেজিত ভঙ্গিতে হাসিন জাহান বলেছেন, 'অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। সামির যদি পরিবার বা কন্যার প্রতি সত্যিই কোনো দায় বা টান থাকত, তাহলে ও নিজের ভুল স্বীকার করে নিত। ও এখনও সেটা করেনি। উলটে আমায় থ্রেট দিয়ে চলেছে।' এখানেই না থেমে ভারতীয় পেসারের স্ত্রী আরও বলেছেন, 'কেরিয়ার বাঁচানোর জন্য সামি এখন অনেক কিছু বলছে আপনাদের। কিন্তু আমার সঙ্গে তো ব্যবহারটা সেই আগের মতোই। গতকাল রাতের দিকে অন্য নাম্বার থেকে মেসেজ করে আমায় জানাল, আমাদের মেয়ে বেবোর সঙ্গে কথা বলতে চায়। ২০১২ সাল থেকে ওকে চিনি। সামি কীভাবে কখন কথা বলে, ভালোই জানি। ওর কথা বলার ধরনটা অতীতের সঙ্গে মেলাতে পারছিলাম না। এভাবে ভিন্ন নাম্বার থেকে মেসেজ করে না ও।' গতকাল ভিন্ন নাম্বার থেকে মেসেজের পর আজ সামি তাঁর স্ত্রীকে হোয়াটসঅ্যাপে কল করেছিলেন বলেও জানিয়েছেন হাসিন।

এরপর নয়ের পাতায়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ আয়োজিত
উত্তর সন্ধ্যা এবার টিভির পর্দায়।
সম্প্রচার দেখুন আজ
সন্ধ্যা ৭ টায়,
সিসিএন মিউজিক-এ

আজকের দাম

পেট্রোল- ₹ ৭৫.১৯
ডিজেল- ₹ ৬৫.৫২

তেল কোম্পানি ও দূরত্ব অনুযায়ী দাম সামান্য কমবেশি হবে।
–সূত্র ইন্ডিয়ান অয়েল

বিন্দু বিসর্গ

প্যানপ্যানানি নিউজ দিয়ে হবে না। সেলেবদের দাম্পত্য কেচ্ছা চাই।

ভোটে টিকিট পেতে নেতার পিছনে সন্ন্যাসী

বেঙ্গালুরু, ১৩ মার্চ ঃ ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সম্পর্ক কেমন হবে তা নিয়ে এদেশে বহুদিন ধরেই বিতর্ক চলে। মুখে অবশ্য সকলেই বলেন, রাজনীতিতে এবং সরকার পরিচালনায় কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের প্রভাব থাকা উচিত নয়। কিন্তু বাস্তবের ছবি অন্যরকম। যখনই ভোট আসে, তখনই ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক গুরুদের দরজায় নেতাদের লাইন পড়ে যায়। নরেন্দ্র মোদি অথবা প্রণব মুখোপাধ্যায়, কারও ক্ষেত্রেই তার ব্যতিক্রম হয়নি। এখন বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির মোকাবিলায় কার্যত একই পথ নিয়েছেন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধিও। কিন্তু উলটোটা কখনও দেখেছেন ? ভোটের টিকিট পাওয়ার জন্য ধর্মগুরুরা নেতাদের দরজায় লাইন দিচ্ছেন, এমনটা সাধারণত দেখা যায় না।

এখন ভোটের মুখে কর্ণাটকের রাজনীতিতে যা শুরু হয়েছে তাকে এককথায় উলটপুরাণ বলাই যায়। কন্নড়ভূমে সাধু-সন্ন্যাসীরাই এবার টিকিট চেয়ে শাসক ও বিরোধী শিবিরে হত্যে দিতে শুরু করেছেন। অনেকে আবার রাজনৈতিক দলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, টিকিট না পেলে নির্দল প্রার্থী হয়েই আসন্ন বিধানসভা ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

সাধু-সন্ন্যাসীদের টিকিট চেয়ে দরবারের নিরিখে বাকিদের থেকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে রয়েছে বিজেপি। এক্ষেত্রে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদাহরণ সামনে আসছে। যোগী ১৯৯৮ সাল থেকে সংসদে ছিলেন। ২০১৪ সালে তিনি গোরক্ষনাথ মঠের প্রধান সন্ন্যাসী হন। তিনি ধর্মগুরু হওয়ায় উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যে রাজনীতির আঙিনায় প্রভাব বাড়াতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। কর্ণাটকের ধর্মগুরুরা এখন সেই পথই অনুসরণ করতে চাইছেন। সেখানকার সন্ন্যাসীদের অনেকের দাবি, তাঁদেরও এবার সুযোগ দিতে হবে। বিজেপির কাছে উদুপির শ্রীকৃষ্ণ মঠের অধীন শিরুর মঠের সাধু লক্ষ্মীবর তীর্থস্বামীর হুমকি, তাঁকে উদুপি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করতে হবে। না হলে তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে ভোটে দাঁড়াবেন। তাঁর প্রার্থীপদের বিরোধিতা করেছেন উদুপির প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক রঘুপতি ভাট। গেরুয়া বসনধারী তীর্থস্বামীর ভোটে দাঁড়ানোর ইচ্ছা শুনে বিস্মিত বিশেষ তীর্থস্বামী সহ উদুপি মঠের অন্য সাধুরা। বিশেষ তীর্থস্বামী বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আদবানি, উমা ভারতীর আধ্যাত্মিক গুরু। সাধুর সিদ্ধান্ত শুনে চোখ কপালে উঠেছে উদুপির বর্তমান বিধায়ক তথা রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী প্রমোদ মাধবরাজের। রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরিয়াপ্পা জানিয়েছেন, সাধুদের টিকিট দেওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

লক্ষ্মীবর অবশ্য নিজের সিদ্ধান্তে অটল। তাঁর বক্তব্য, 'সাধু-সন্ন্যাসীরা ভোটে প্রার্থী হতে পারবেন না, এমন কথা কোথাও বলা আছে কি? আমরা অন্যদের তুলনায় অনেক ভালোভাবে মানুষের সেবা করতে পারব।'

এরপর নয়ের পাতায়